ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ: ১৩, সংখ্যা: ৪৯
জানুয়ারি-মার্চ: ২০১৭

مجلة القانون والقضاء الإسلامي

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

www.islamiainobichar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৪৯
জানুয়ারি-মার্চ: ২০১৭

প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
অধ্যাপক ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ

ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ, অধ্যাপক, আল-কুরআন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
ড. ইশারাত আলী মোল্লা, অধ্যাপক ও প্রধান, আরবী ও ফার্সি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত
ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান, অধ্যাপক ও প্রধান, আরবী বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত
ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা
ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ, অধ্যাপক, ফিকহ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া
ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত
ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক ফাইন্যান্স, ব্রুনাই দারুস সালাম বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নানয়্যাং টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, সিংগাপুর

ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ: ১৩, সংখ্যা: ৪৯
জানুয়ারি-মার্চ: ২০১৭

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৪৯

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জানুয়ারি : মার্চ ২০১৭

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.islamiainobichar.com

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৪

মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ: পরিচিতি, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব ৭
ড. মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ: একটি পর্যালোচনা.....৪৩
ড. মোঃ শফিউল আলম ভূইয়া

ইসলাম ও প্রচলিত আইনে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসন: একটি পর্যালোচনা ৭১
ড. কামরুজ্জামান শামীম
ড. একেএম মুহিব্বুল্লাহ

সার্ভিস ইজারা এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর প্রয়োগ: একটি পর্যালোচনা.....৯৯
মোহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি: ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তরণের উপায় অন্বেষণ.....১২১
জহিরুল ইসলাম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আল-হামদুলিল্লাহ! একযুগ পেরিয়ে ইসলামী আইন ও বিচার ১৩ তম বর্ষে পদার্পণ করল। দীর্ঘ এ পথ পরিক্রমায় যুগের চাহিদা ও গবেষণাপদ্ধতির উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় নানা ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক পরিসরে পত্রিকার পরিচিতি বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের স্বার্থে এ সংখ্যাটি থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন পদ্ধতিসহ বেশ কিছু বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাভাষী আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও গবেষকের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সম্পাদনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববরেণ্য গবেষকদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ইসলামী আইন ও বিচারের ৪৯তম এই সংখ্যায় ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

যে মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান জারি করেছেন তাকে মাকাসিদুশ শারীয়াহ বা শারীয়াহ'র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বলা হয়। মাকাসিদুশ শারীয়াহ'র মূলকথা হচ্ছে শারীয়াহ'র যাবতীয় বিধি-বিধানের মাধ্যমে মানুষের জীবন, ধর্ম-বিশ্বাস, বিবেক-বুদ্ধি, সহায়-সম্পত্তি এবং মানব বংশের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং জনজীবন থেকে সকল অকল্যাণ প্রতিরোধ করা। ইসলামী আইনে ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা অর্জন এবং এ বিষয়ে গবেষণার জন্য মাকাসিদুশ শারীয়াহ'র জ্ঞান অতি গুরুত্বপূর্ণ। 'নাওয়াযিল' তথা সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে শারীয়াহ'র বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বাণীর অনুপস্থিতিতে মাকাসিদের জ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ কারণে ইমাম আল-গাযালী, আল-জুওয়াইনী ও আশ-শাতিবী প্রমুখ থেকে মাকাসিদের যে চর্চা ও গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছে তা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর বরেণ্য ইসলামী স্কলারগণও মাকাসিদ চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনার কাজ করে যাচ্ছেন। "মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ: পরিচিতি, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে মাকাসিদুশ শারীয়াহ'র পরিচিতি, জ্ঞানের শাখা হিসেবে মাকাসিদের ক্রমবিকাশ, বর্তমান সময়ে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান শারীয়াহ'র অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এমনকি মাকাসিদ বিশেষজ্ঞগণ একে শারীয়াহ'র মৌলিক পাঁচটি উদ্দেশ্যের একটি গণ্য করেছেন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই ইসলামী আর্থিক বিধিবিধান প্রণয়ন

করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ মিরাস বা উত্তরাধিকার। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকারীদের বর্ণনা ও তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আল-কুরআন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিধান ঘোষণা করেছে। এমনকি এ বিষয়ে হাদীসের ব্যাখ্যার প্রতিও এতটা মুখাপেক্ষিতা রাখা হয়নি, যতটা রাখা হয়েছে ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিধান তথা সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ ইত্যাদির ক্ষেত্রে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ মানুষের জীবদ্দশায় তার সকল প্রয়োজনের কথা যেমন বিবেচনায় রেখেছেন, তেমনি মৃত্যুর পরও তার রেখে যাওয়া সম্পদ নিয়ে যেন কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয় এবং প্রকৃত প্রাপকেরা যেন উত্তরাধিকারী হতে পারে সে লক্ষ্যে সুস্পষ্ট বিধান ঘোষণা করেছেন। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইসলামের বিধান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক। তারপরেও অনেকে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। "ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইসলামী জীবন বিধানে নারীদের প্রতি বৈষম্যের তো প্রশ্নই আসে না; বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের বেলায়ই তার প্রয়োজন ও চাহিদা এবং তার সাথে সম্পৃক্ত অন্যদের প্রয়োজন ও চাহিদাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে একজন নারীর আপদকালীন নিরাপত্তার বিষয়টির প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে আরো প্রমাণ করা হয়েছে যে, সার্বিক বিবেচনায় ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে একজন পুরুষকে নয়, বরং একজন নারীকেই অধিক অংশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে মিরাস বা উত্তরাধিকার যেভাবে সম্পদের মালিকানা অর্জনের একটি পদ্ধতি তেমনই আরেকটি পদ্ধতি হলো, কায়িক শ্রম। বরং শ্রমের মাধ্যমে উপার্জনকারী আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। শ্রমিককে ইসলাম উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেও বিভিন্ন সভ্যতায় শ্রমজীবী মানুষ হয়েছে নিগৃহীত, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। মালিকশ্রেণি শ্রমিকশ্রেণিকে কাজে ব্যবহার করলেও তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে থেকেছে উদাসীন ও ব্যয়কুণ্ঠ। যার ফলশ্রুতিতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলায় এ দ্বন্দ্ব নিরসন করে মালিক ও শ্রমিক উভয়ের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে নানা রকম নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতিমালা বিধিবদ্ধ হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রম বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। তারপরও শ্রম অসন্তোষ বা অধিকার আদায়ের আন্দোলন লেগেই রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এ সকল অসন্তোষ ও আন্দোলনের চির অবসান অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে রচিত "ইসলাম ও প্রচলিত আইনে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসন: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইসলামের শাশ্বত বিধানের মাধ্যমেই শ্রমিক অসন্তোষসহ সমাজের অন্যান্য অস্থিতিশীলতা দূর করা সম্ভব।

শ্রমিককে কাজে লাগানো বা তার সেবা গ্রহণকে ফকীহগণ 'ইজারাতুল আমল' বা 'ইজারাতুল আশখাস' পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন। শারীয়াহসম্মত এ লেনদেনকে ভিত্তি করে অধুনা বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। 'সার্ভিস ইজারা' যার একটি। এ সার্ভিসের আলোকে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহককে ভবিষ্যতে অস্তিত্বে আসবে এমন কোন সেবা ভাড়া দিয়ে থাকে। যেমন শিক্ষা ও ভ্রমণ। এটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য দেয়া হয় এবং তা আদায় হয় নির্ধারিত কিস্তিতে। সেবাটি ব্যাংক সরাসরি অথবা অন্য কোন সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল এবং ট্রাভেল এজেন্টদের মাধ্যমে গ্রাহককে প্রদান করে থাকে। "সার্ভিস ইজারা এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর প্রয়োগ: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে সমসাময়িক এ প্রডাটির পরিচিতি, তা শারীয়াহসম্মত হওয়ার প্রমাণ, জিআলার সাথে সার্ভিস ইজারার পার্থক্য, সার্ভিস ইজারা প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র, নীতিমালাসহ আনুষঙ্গিক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

শারীয়াহ'র মৌলিক পাঁচটি উদ্দেশ্যের আরেকটি হলো, বিবেক-বুদ্ধি বা আকলের সংরক্ষণ। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিনষ্টকারী উপায়-উপকরণ নিষিদ্ধ করে বিধান প্রণয়ন করেছে। মাদকতার নিষেধাজ্ঞা যার অন্যতম। ইসলামের এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করায় বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বর্তমানে মাদকাসক্তি এক মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতকাল সামাজিক সমস্যা হিসেবে এর অভ্যুদয় পাশ্চাত্যের সমাজে হলেও এখন তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এর সর্বনাশা মরণ ছোবলে জাতির একটি অংশ আজ দিশেহারা / মাদকাসক্তির কারণে ভেঙ্গে পড়ছে অসংখ্য পরিবার, বিঘ্নিত হচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বাংলাদেশে মাদকাসক্তির সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রচলিত আইনে এ সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা এর ঊর্ধ্বগতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য প্রয়োজন বিকল্প আইনী পদক্ষেপ। "বাংলাদেশে মাদকাসক্তি বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি: ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তরণের উপায় অন্বেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ